কলকাতার পুরনো বাড়ি

গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়

সময় এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু পাল্টে যায়। বাড়ির মালিক পাল্টায়, পরিবেশ পাল্টায়, তখন আর পুরানো জিনিসকে সহজে চিনতে পারা যায় না। কে কবে কখন এই বাড়িগুলো তৈরি করল, কি ধরণের ব্যবহার হত - এসব প্রশ্ন ইতিহাসের খোঁজ দেয়। এই প্রবন্ধে পুরানো বাড়ি যেগুলি কলকাতায় আছে তার মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটা বাড়ি সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানাচ্ছি। এর অধিকাংশ সূত্র বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাদি থেকে প্রাপ্ত।

বেলভেডিয়ার এই বাড়ির প্রতিষ্ঠা কবে হয়েছিল তা বলা কঠিন। কথিত আছে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে প্রিন্স আজিম্ উল্ স ান্ এর কাজ শু করেন। পূর্বে এই বাড়ির নাম ছিল মি. ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের বাগানবাড়ি। ১৭৬২ সালে প্রথম 'বেলভেডিয়ার' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৮০ সালে হেস্টিংস মেজর টলিকে এই বাড়ি বিক্রি করেন। এরপর আরও কয়েক হাত ঘোরার পর শেষে লর্ড ডালহৌসির সময়ে রবার্ট প্রিন্সেপ-এর কাছ থেকে সরকার এই সম্পত্তি কিনে নেয়।

রাইটার্স বিল্ডিংস বর্তমানের ডালহৌসি স্কোয়ারকে আগে 'ট্যাঙ্ক স্কোয়ার' বলা হত। ট্যাঙ্কের উত্তর দিকে বর্তমানে যেখ ানে রাইটার্স বিল্ডিং আছে আগে সেখানেই ছিল। কিন্তু সৌন্দর্যের দিক থেকে এতটা দর্শনীয় ছিল না। লর্ড ওয়েলেসলি যখন গভর্নর ছিল তখন সিভিলিয়ান যুবকদের ভারতে আসার পর এক বছর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পন্ডিত ও মুন্সিদের ভারতীয় ভাষা শেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথমে এইসব সিভিলিয়ান যুবকেরা এই বাড়িগুলিতে থ াকতেন। লর্ড বেন্টিকের সময়ে ১৮৩৩ সাল থেকে নিয়ম হয় এই সিভিলিয়ান ছাত্ররা নিজেদের ইচ্ছেমত ও সুবিধামত অন্যত্র থাকতে পারেন। এরপর এই বাড়িগুলি সাধারণের প্রয়োজনে এবং গুদামরূপে ভাড়া দেওয়া হয়। এই অট্টালিক ার সঠিক নির্মাণকাল জানা যায় না। ১৭৮০ সালে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮২১ সালের পর এই বাড়িটিকে সংস্ক ার করে বর্তমানের চেহারা দেওয়া হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এই বাড়িতেই ছিল। কলেজ উঠে যাবার পর বা ড়িটিকে সরকারি অফিসে পরিণত করা হয়।

মেয়র কোর্ট লালদিঘীর উত্তর-পূর্ব কোণে যেখানে এখন সেন্ট এন্ড্রুজ গীর্জা আছে সেখানে ১৭২৭ সালে তৈরি হয়েছিল মেয়র কোর্ট।

হর্টিকালচারের বাগান কথিত আছে বর্তমানে হার্টিকালচারাল সোসাইটির বাগান আছে সেখানে ছিল নবাব মীরজ াফরেরবাসভবন। এবং এও জানা যায় বর্তমানে যেখানে চিড়িয়াখানা আছে সেখানে মীরজাফরের প্রণয়িনী মণি বেগমের জন্য একটি প্রাসাদতৈরি হয়েছিল। অনেকে ঐজন্য ঐ অঞ্চলকে বেগমবাটি বলত। ব্যাপস্টিস্ট মিশনারী জেমস কেরীর উদ্যোগেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম অবস্থায় স্যার রাধাকান্ত দেব ও দ্বারকানাথ ঠাকুর সহায়তা করেছিলেন।

টাউন হল ১৮১৪ সালে কলকাতাবাসীদের অর্থে সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই টাউন হল তৈরি হয়। এই টাকার মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা লটারীর মাধ্যমে তোলা হয়। ১৮০৫ সালের ১৮ জুলাই সরকার এই লটারীর অনুমতি দিয়েছিলেন। এই হল তৈরির আগে১৭৯২ সাল পর্যন্ত ওল্ড কোর্ট হাউস-এ টাউন হল ছিল। গারস্টিন ও অবেরি নামে দুজন ইঞ্জি নিয়ার এই বাড়ি তৈরি করেছিলেন। কারও কারও মতে এই বাড়ি তৈরি হয়েছিল ১৮০৬/০৭ সালে। বিশেষ প্রয়োজনে সরকারি সমস্ত ঘোষণাসমূহ এই বাড়ির সিঁড়ির ওপর থেকে ঘোষণা করা হত।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৮০০ সালে ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখার সুবিধার জন্যই লর্ড ওয়েলেসলি এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বাড়ি বর্তমানের রাইটার্স বিল্ডিংস-এ অবস্থিত ছিল। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ব াংলা ও অন্যান্য ভাষায় অনেক পুস্তক লেখা হয়েছিল ও এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। রামরাম বসু যিনি 'প্রতাপা দিত্য চরিত্র' লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন তিনি এখানকার বাংলা বিভাগের একজন শিক্ষক ছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি ১৭৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি স্যার ইউলিয়াম জোন্স এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ছিলেনপ্রথম সভাপতি এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। বর্তমানে যেখানে এশিয়াটিক সোসাইটি-র অফিস আছে সেই বাড়িটি ১৮০৬ সালে তৈরি হয়। এর আগে ৫৭ পার্ক স্ট্রিটে এই সোসাইটির সভা বসত।

হিন্দু কলেজ ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি আপার চিৎপুর রোডের গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ি মাসে ৮০ টাকা ভাড় ায় নিয়ে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮২৭ সালে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে হিন্দু কলেজের বাড়ি তৈরি হয়। ১৮৫৫ সালে লর্ড ডালহৌসির সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ খোলা হলে এই বিদ্যালয়কেও প্রেসিডেন্সীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্টাকারীদের অন্যতম ছিল ডেভিড হেয়ার। তাঁরই উদ্যোগে ১৮২৬ সালে ৪ মে জা স্টিস হাইডের বাসভবনে লর্ড ময়রার সভাপতিত্বে এক সবায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আগে যেখানে হিন্দু কলেজ ছিল এখন সেই জায়গায় হয়েছে হিন্দু স্কুল।

সংস্কৃত কলেজ লর্ড ওয়েলেসলি প্রথম সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এরপর ১৮২৪ সালে লর্ড আমহার্স্টের সময় এর প্রতিষ্ঠা হয়। এই কলেজ তৈরি করার জন্য বছরে তিরিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল।

লা মার্টিনিয়ার কলেজ জেনারেল ক্লড মার্টিনের দানপত্রে সর্তানুযায়ী সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮৩৬ সালের ১ মার্চ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়, দাতার ইচছানুযায়ী এই কলেজের নাম হয় লা মার্টিনিয়ার কলেজ।

মেডিক্যাল কলেজ লর্ড উইলিয়াম্ বেন্টিকের সময়ে ১৮৩৫ সালে আরম্ভহবার পর প্রায় একবছর ধরে নির্মাণ কাজ চলে। প্রথমে হাসপাতাল হবে বলে ঠিক ছিল না। লটারি কমিটির বাকী টাকা, পুরাতন ও নতুন হাসপাতালের তহবিল তৈরি হয়। ১৮৫২ সাল থেকে রোগীদের ভর্তি ব্যবস্থা শু হয়। তখনকার সময়ে প্রায় ৫০০ জন রোগী থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মেটকাফ হল ১৮৩৫ সালে ই. পি. ষ্ট্রেঙ্গ সাহেবের বাড়ির একতালায় কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি শু হয়। ১৮৪১ স ালে এই লাইব্রেরি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাড়িতে উঠে আসে। এইসময়ে সরকারের তরফে প্রায়৪৫০০ মত গ্রন্থ এই লাইব্রেরিকে দান করা হয়। পরে ১৮৪৪ সালে কয়লাঘাটে একটি নতুন বাড়িতে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি শু হয়। এই বাড়ির নাম লর্ড মেটকাফের নাম অনুযায়ী মেট্কাফ হল । এই বাড়ির নক্সা তৈরি করেছিলেন কলকাতার ম্যা জিস্ট্রেট রবিনসন। বাড়িটি তৈরি করেছিল বার্ণ কোম্পানি। বাড়ি তৈরি করতে খরচ হয়েছিল আটষট্টি হাজার টাকা।

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কলকাতায় প্রথম দুর্গ তৈরি হয় শোভা সিংহের বিদ্রোহের ফলে। এই দুর্গ তৈরি শুর হয় ১৬৯২ সালে। তখন এই দুর্গ ছিল ক্লাইভ ষ্ট্রিটের মধ্যে থেকে পুরনো লালদিঘীর উত্তর পযন্ত।

বর্তমানে যেখানে ফোট উইলিয়াম দুর্গ আছে সেখানে ১৭৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে জঙ্গল পরিষ্কার করা শু হয় এবং নির্মাণ কাজ শু হয়। পনের বছর ধরে কাজ করার পর ১৭৭৩ সালে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এই দুর্গ তৈরি করতে মোট ব্যয় হয়েছিল কুড়ি লক্ষ স্টার্লিং। এর মধ্যে শুধুমাত্র গঙ্গার ধার বাঁধাতে খরচ হয়েছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। সেই সময়ে এই দুর্গের মধ্যে চার হাজার লোক থাকবার মত ব্যবস্থা ছিল। ইংলন্ডের চতুর্থ উইলিয়ামের নামে এর নামকরণ করা হয়।

জুলজিকাল গার্ডেন ১৮৭৬ সালে সর্বপ্রথম ডাক্তার ফেরার এই চিড়িয়াখানার কল্পনা করেন। এর ছয় বছর পর ১৮৭৩ সালে মি. সোয়েন্ডার -এর চেষ্টায় এশিয়াটিক সোসাইটি ও হার্টিকালচারাল সোসাইটি জুলজিকাল গার্ডেন স্থাপনের বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা শু করেন। ১৮৭৫ সালে বেঙ্গলর গভর্নমেন্ট এই প্রস্তাবটিকে কার্যে রূপান্তরিত করেন। এর উদ্বোধন ঘটে ১৮৭৬ সালের ১জানুয়ারি। উদ্বোধন করেছিলেন সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অব্ ওয়েলস্।

অক্টোর্লোনী মনুমেন্ট বর্তমানে সেটা শহীদ মিনার তার পূর্বের নাম অক্টোর্লোনী মনুমেন্ট। স্যার ডেভিড অক্টোর্লোনীর স্মৃতি রক্ষার জন্য চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে এটি তৈরি হয়। সিবি, মিলিটারি ও ব্যাবসাদার সকলেই এই স্তম্ভ তৈরির জন্য চাঁদা দিয়েছিলেন। এই স্মৃতি স্তম্ভের উচচতা ১৬৫ ফুট। ১৮২৮ সালে এর কাজ শু হয়েছিল।

রেসকোর্স কলকাতায় ঘোড়দৌড় শু হয় ১৮০৮ সালে। বেঙ্গল জকি ক্লাব এই ঘোড় দৌড় খেলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বর্তমানে রেস কোর্স যেখানে আছে সেখানে রেস কোর্স তৈরি হয় ১৮১৯ সালে।

ইডেন গার্ডেন লর্ড অক্ল্যান্ডের সময়ে তাঁর দুজন বোন ইডেন এই বাগানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে এর নাম হয়

ইডেন গার্ডেন। সেটা ১৮৪০ সাল। এই গার্ডেন -এর মধ্যে একটি বার্মিজ প্যাগোডা আছে। ১৮৫৪ সালে বর্মা যুদ্ধের পর বিজয় চিহ্ হিসেবে রোম থেকে ইংরেজরা এই প্যাগোডাটি এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন।

হগ মার্কেট ১৮৬৬ সালে কলকাতায় বাজার তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির দ্বারা ১৮৭৪ সালে পুরানো ফেনউইক বাজারের জায়গায় এই বাজারটি তৈরি হয়। জমির দাম ও অন্যান্য বিষয়ে সেই সময়ে মোট ছয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও পুলিশ কমিশনার স্যার স্টুয়ার্ট হগ এই বাজারের স্থাপয়িতা। তাঁর নামেই এই বাজারের নাম হয় হগ মার্কেট। এই বাজারকে বর্তমানে অনেকে নিউ মার্কেট বলে থাকেন।

ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমেই এর প্রথম দিকের কাজ শু হয়। ১৮৬৬ সালে একটি আইনের দ্বারা এটা সরকারের সম্পত্তি হয়। বর্তমানে মিউজিয়ামের যে বাড়িটি আছে সেটি তৈরি হয়েছিল ১৮৭৫ সালে এবং ঐ বছরই জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। তখনকার সময়ে ট্রাষ্টী বোর্ডের মাধ্যমে এর কাজ - কর্ম পরিচালনা করা হত।

জেনারেল পোষ্ট অফিস এই সুন্দর বাড়িটি ১৮৬৮ সালে তৈরি হয়। এর নক্সা তৈরি করেছিলেন সরকারি স্থপতি ওয়ালটার বি. গ্রানভিল্। আগে এখানে একটি দুর্গ ছিল। সেই কারণে এই বাড়ি তৈরি করার জন্য ভিত খোঁড়ার খুব অসুবিধে হয়েছিল। এই বাড়ি তৈরির আগে পোস্ট অফিস কাছাকাছি ছিল। বাড়ি তৈরি হয়ে যাবার পর এটি সাধারণ পোস্ট অফিস হয়ে ওঠে।

লালবাজার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জন পামারের বাসগৃহ ছিল বর্তমানে যেখানে লালবাজার আছে সেখানে। ১৮৩০ সালে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ড দেনার জন্য উনি দেউলিয়া হন।